মোকারম হোসেন

রবীন্দ্রনাথের পুষ্পবৃক্ষ

প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে যে পরিমাণ বৃক্ষ লতা ও গুল্মের উল্লেখ করেছেন তা বিশাল ও ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সমতুল্য বা ততোধিক। পথের ধারে অনাদরে বেড়ে ওঠা একটি ক্ষুদ্র তৃণ থেকে শুরু করে একটি সুউচ্চ দেবদারুও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বাদ যায়নি বিদেশের বৃক্ষরাজিও। আবার কিছু কিছু বিদেশি বৃক্ষকেও তিনি নাম দিয়ে আপন করে নিয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের যে-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানেই আমরা ভিনদেশি গাছগুলোর বর্ণনা পাই। তখনকার দিনে বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো। এসব প্রতিকূলতা জয় করেই তিনি নিজের মতো করে আলাদা এক জগতে প্রবেশ করতে পারতেন। এ এক অসাধারণ গুণ, অনন্য ক্ষমতা। এ সব কারণেই তিনি নিজ তাগিদে সে গাছগুলোর নাম পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কর্মক্ষেত্র একপাশে সরিয়ে রেখে মাত্র এই একটি ক্ষেত্র নিয়েও কথা বলি তাহলে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে পাই না।

তাঁর লেখায় কোনো কোনো ফুল বা বৃক্ষের উদ্ধৃতি অসংখ্যবার পাওয়া যায়। কখনো কাব্যে, কখনো সংগীতে কখনো কোনো উপমায় এভাবেই কিছু কিছু বৃক্ষের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আমাদের অনুসন্ধানে বকুলের কথা বলেছেন ৪৩ বার। অর্থাৎ বকুল নিয়ে ৪৩টি পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন। শিউলি বা শেফালি নিয়ে ২১টি পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন। বহুল উল্লিখিত অন্য ফুলগুলো হচ্ছে মালতী, মল্লিকা, জুঁই, করবী, কদম, চাঁপা, অশোক, রজনীগন্ধা, মাধবী, গোলাপ, পারুল ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই যে বিশাল বৃক্ষ-ভুবন তৈরি করেছেন তা কেবল অতীব বৃক্ষপ্রেম থেকেই সম্ভব। তিনি তরুপল্লবের গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন হয়েই তাঁর উপলব্ধির কথাগুলো বলেছেন।

একটি ফুল বা বৃক্ষকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কখনো দেখেছেন প্রেমিকের চোখে, কখনো প্রকৃতিপ্রেমিকের দৃষ্টিতে, কখনো একজন গবেষকের মতো করে। তাঁর এই বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণই আমাদের বিস্মিত করে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র সৃষ্টিকর্মে যে-পরিমাণ বৃক্ষস্তুতি করেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। আমাদের সমগ্র উদ্ভিদ জগৎ নিয়ে যেমন একাধিক পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন তেমনি একক ফুল বা বৃক্ষের কথা নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে তিনি তুলে এনেছেন। ব্যাপকতা বা বিশালতার বিচারে প্রসঙ্গত আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাশের কথা বলতে পারি। এঁদের রচনা-নিচয়ে বৃক্ষপ্রেম দারুণভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ কারণেই রূপসী বাংলা বা আরণ্যক পাঠ করে আমরা কিছুটা ভিন্ন স্বাদ পাই। রবীন্দ্রনাথ হয়তোবা যৎকিঞ্চিৎ হলেও কালিদাস এবং বিদ্যাপতির চেতনা প্রবাহে প্রাণীত হয়েছেন বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের পরতে পরতে যেভাবে বৃক্ষলতার কারুকাজ ছড়িয়ে আছে তার সবটুকু তুলে আনা অত্যন্ত শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। গাছপালাকে তিনি ব্যবহার করেছেন নানামাত্রিকতায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনি— যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তরুপল্লবের কথা বলেছেন। আবার কখনো কখনো একটি বৃক্ষের কথা বলেছেন একাধিকবার। বহুমাত্রিক ব্যবহারের সবচেয়ে বড় উপমা বলাই গল্প। এই গল্পে তিনি বৃক্ষপ্রেমের যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সত্যিই বিরল। তার সঙ্গে একজন মাতৃহীন শিশুর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার একটি মধুর চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। বৃক্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মমত্ববোধ যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রাণীত করবে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রকাব্যে বহুল উল্লিখিত কিছু ফুলের ছবি এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে সচিত্রকরণ করা হয়েছে এই উপস্থাপনাটি। রবীন্দ্রনাথের হাত

বকুল

শিউলী

ধরে সরাসরি তাঁর প্রিয় পুষ্পজগতে প্রবেশ করা যাক।

বকুল

১. বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে
বায়ুরে মাতাল করি তুলে—
২. নির্ঝরিণী তীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত;
৩. গাঁথ যুথি, গাঁথ জাতি
গাঁথ বকুল মালিকা।
৪. বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
৫. কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।
৬. শ্বেতপাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া করা
ছেয়ে গেছে ঝরে পড়া বকুলে।
৭. বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী।
৮. বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।
৯. ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।
১০. ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল।

শিউলী

১. যখন শিউলী ফুলে কোলখানি ভরি
দু'টি পা ছড়ায়ে দিয়ে আনত বয়ানে।
২. সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
৩. বকুল, কেয়া, শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।
৪. আশ্বিনের উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে
তোমার অংগনে।
৫. আশ্বিনের শেফালিকা
ফালগুনের শালের মঞ্জরি।
৬. শিউলী ফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের পরে।
৭. প্রশান্ত শিউলি ফোটা প্রভাত শিশিরে ছলোছলো।
৮. শিউলি এলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
এখনো বিদায় মিলিল না মালতীর।
৯. নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা।
১০. তারি অংগে এঁকেছিল পত্রলেখা
আম্রমঞ্জরির রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশির কণিকায়।

মালতীলতা

১. কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্ব কেশর।
২. সেদিন মালতী যুথি জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি।
৩. শিউলি এলো ব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলিল না মালতীর।
৪. নিস্তব্ধ মালতী-ঝরা নিশা।
৫. ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায়

কৃষ্ণচূড়া

কেয়া

চাঁপা

পলাশ

মোর আঙ্গিনায়।
৬. উতলা হয়েছে মালতীর লতা
ফুরালো না তার মনে কথা।
৭. বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা।
৮. মালতীর মালা অঞ্চলে ঢেকে কনক প্রদীপ
আনো আনো তব পথ পরে।
৯. না হয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে।
১০. ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর মালতী তব
চরণে প্রণতা।

কৃষ্ণচূড়া

১. ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়।
২. হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি।
৩. কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি।
৪. কৃষ্ণচূড়ায় সাজে বকুল তোমার
মালার মাঝে।
৫. কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

করবী, রক্তকরবী

১. শরতে ধরাতলে শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
২. ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।
৩. শরমে জড়িত কত না গোলাপ
কত না গরবী করবী।
৪. তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী
আমার বনে রাঙা।
৫. ভোর বেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেত করবীর রঙে।

কেতকী, কেয়া

১. কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভাবে
বকুল বাগান।
২. কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

৩. জলভেজা কেতকীর দূর সুবাসে।

কেয়া

১. কেয়া ফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে।
২. তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাঁপা
শ্রাবণ দিনের কেয়া

চাঁপা

চাঁপা বহুনামী। চাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, কনকচাঁপা, কাঠচাঁপা, ভূঁইচাঁপা, কাঁঠালীচাঁপা, দোলনচাঁপা, সুলতানচাঁপা ইত্যাদি। স্বর্ণচাঁপা মূলত পাহাড়ি প্রজাতি। সমতলেও বৃদ্ধি স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক নাম-গধমহড়ষরধ পযধসঢ়ধপধ। গাছের কাণ্ড সরল, উন্নত, মসৃণ এবং ধূসর। পাতা চ্যাপ্টা, উজ্জ্বল-সবুজ, একান্তরে ঘনবদ্ধ। ফুল একক, কাক্ষিক এবং ম্লাণ-হলুদ, রক্তিম কিংবা প্রায় সাদা। পাপড়ি সংখ্যা প্রায় ১৫। আমাদের দেশে সাদা রঙের দু-একটি ফুল গাছ চোখে পড়ে। ফুলের বর্ণগত বিচিত্রতায় বিভ্রান্ত

অশোক

মালতীলতা

রক্তকরবী

হবার কোনো কারণ নেই। মাটি, আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনকি তাজা ও বাসি ফুলের ক্ষেত্রেও রঙের তারতম্য হতে পারে। পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত চাঁপা তীব্র সুগন্ধি। গ্রীষ্মের প্রথমভাগ থেকে বর্ষা-শরৎ অবধি ফুল থাকে। ফুল শেষ হলে গুচ্ছবদ্ধ ফল ধরে। দেখতে অনেকটা আঙুরের মতো। কাক ও শালিকের প্রিয় খাদ্য।

গোলকচাঁপা মাঝারি আকৃতির বৃক্ষ। অন্য নাম কাঠচাম্পা, গোলাইচ, কাঠকরবী। বৈজ্ঞানিক নাম প্লমেরিয়া। কনকচাঁপা দুই জাতীয় গাছ হতে পারে মুচকুন্দকেও কনকচাঁপা বলে। তা ছাড়া রামধনচাঁপাও কনকচাঁপা নামে পরিচিত। দোলনচাঁপা ঔষধি, আদাজাতীয় উদ্ভিদ, ফুল সাদা, সুগন্ধি। বর্ষা প্রস্ফুটনের কাল এবং প্রস্ফুটন দীর্ঘস্থায়ী। ভুইচাঁপা আদাজাতীয় গাছ। প্রস্ফুটনের সময় বসন্ত। নিষ্পত্র অবস্থায় খাটো ডাঁটায় ফুল ধরে। ফুল অতি সুগন্ধি এবং নীলাভ-বেগুনি।

১. চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া।
২. গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে
বন হতে আসে বাতায়নে।
৩. বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই, চাঁপা, বকুল পারুল
পথে পথে।
৪. শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে।
৫. কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে।

কিংশুক, পলাশ

১. দু'হাত ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত
প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
২. তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার
অকারণের সুখে।

পলাশ

১. পলাশের কুঁড়ি,
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি।
২. ফাগুনে ফুটল পলাশ
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে।
৩. পলাশ-বীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।
৪. পলাশের স্পর্শমায়া আকাশে দেয়
বুলাইয়া।

অশোক

১. অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।
২. অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
২. একছন্দে মিলে গেল বনের মর্মর
অশোকের কিশলয় স্তর।
৩. ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়।
ঘনপুঞ্জ অশোক মঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি
প্রহরে প্রহরে।
৪. অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।
৫. অশোক রেণুগুলি রাঙাল যার ধূলি।

মাধবী

১. মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা।
২. বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
৩. মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার
রূপ তার, মধু তার গন্ধ।
৪. সেদিন বনে মাধবী শাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
৫. মৌমাছি যে পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।